দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 22 JUL 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ... ৫ .....

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পদ্ধতি নিয়া সংকট

হোসেন আল মামুন ।। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মত চালু চার বছরের অনার্স কোর্সের সিলেবাস প্রণয়ন লইয়া বড় ধরনের জটিলতা ও সংকট দেখা দিয়াছে। শিক্ষকরা দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত অনার্স কোর্সের সহিত 'ব্যাক গ্রাউণ্ড' এবং 'বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স' পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হইবে, না বাতিল করা

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে

(৩য় পৃঃ পর)

হইবে ইহা লইয়াই সংকট সৃষ্টি হইয়াছে। এই পটভূমিতে আজ (বুধবার) ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর কায়েস উদ্দিনের সভাপতিত্বে একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক বসিতেছে। উক্ত বৈঠকে কোন গ্রহণযোগ্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত না হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক শাখায় বড় রকমের বিপর্যয় নামিয়া আসিবে। বর্তমানে ১৫টি বিভাগের প্রথমবর্ষের সহস্রাধিক শিক্ষার্থী 'সিলেবাস' ছাড়াই শিক্ষা কার্যক্রম চালাইতেছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ মোতাবেক ১৯৮৬ সালে শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর সময় অনার্স কোর্সের সহিত শুধু পাস নম্বর আবশ্যক সংবলিত ব্যাক গ্রাউণ্ড কোর্স নামের একটি কোর্স চালু করা হয়। ইহাতে কলেজ হইতে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১০০ নম্বরের ইসলামী শিক্ষা এবং মাদ্রাসা হইতে আগত শিক্ষার্থীদের জন্য ১০০ নম্বরের ইংরেজী শিক্ষার বিধান রাখা হয়। ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ ষ্টাডিজ ও কম্পিউটার বিজ্ঞান সংবলিত বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স নামের আরেকটি কোর্সও অনার্স কোর্সের সহিত সংযুক্ত করা হয়। এই কোর্সেও শুধু পাস নম্বর প্রাপ্তি বাধ্যামূলক করা হয়।

জানা গিয়াছে, অধিকাংশ বিভাগীয় চেয়ারম্যান একাডেমিক কাউন্সিলের অদ্যকার বৈঠকে উক্ত কোর্সসমূহ বাতিলের (নূতন সিলেবাসের ক্ষেত্রে) ব্যাপারে জোর প্রচেষ্টা চালাইবেন। ইতিমধ্যে সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের চারটি বিভাগ উক্ত কোর্সসমূহ বাতিল করিয়া নূতন সিলেবাস প্রণয়ন করিয়াছে। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পৃথক অস্তিত্ব' রক্ষা এবং প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ঠিক রাখার জন্য উক্ত কোর্সসমূহ বহাল রাখার পক্ষপাতী। তবে অদ্যকার একাডেমিক কাউন্সিলের সভার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।